ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV 26 200

বগুড়ায় ছাত্রদলের ভণ্ডুল কাউন্সিল

স্থগিত ফলাফলই অনুমোদন বিদ্রোহী ৮ নেতা বহিষ্কৃত

বগুড়া প্রতিনিধি : সহিংস ঘটনা আর বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের চাপের মুখে গত শনিবার বগুড়া জেলা ছাত্রদলের বাতিল ঘোষিত কাউন্সিলের ফলাফলই শেষ পর্যন্ত অনুমোদন করে ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। একই সঙ্গে এর বিরোধিতাকারী জেলা ছাত্রদলের ৮ জন নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের সংগঠনের প্রাথমিক সদস্যপদও বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া শনিবারের ঐ সহিংস ঘটনার পর বিদ্রোহী নেতারা গ্রেপ্তার এড়াতে গাঢাকা দিয়েছে। গতকাল সোমবার বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজে এক ছাত্রদল নেতা প্রতিপক্ষ গ্রুপের হাতে প্রহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বগুড়া জেলা ছাত্রদলের বিদায়ী কমিটির মেয়াদ পূর্তির ৩ সপ্তাহ আগেই অনেকটা আকস্মিকভাবে গত শনিবার আয়োজন করা হয়েছিল জেলা ছাত্রদলের সম্মেলনের। এই সম্মেলনে বিদায়ী কমিটির সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন নেতা সেনা অভিযানের ভয়ে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এমনকি ১০৫ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৫ জনসহ আরো বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী রয়েছে জেলে। এই অবস্থায় বিদায়ী কমিটির সভাপতি হামিদুল হক চৌধুরী হিরুসহ ৫ জন সহসভাপতির ৪ জনই গাঢাকা দেওয়ায় ৫ নম্বর সহসভাপতি ও নবগঠিত শিবগঞ্জ পৌর কমিশনার তাজুল ইসলাম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

দিনের প্রথম ভাগে সম্মেলনের পর্বটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হলেও গোলবাধে বেলা ২টা থেকে বগুড়া সার্কিট হাউসের সভা কক্ষে শুরু হওয়া কাউন্সিল অধিবেশনে। এতে প্রধান অতিথি সাবেক ছাত্রনেতা ও বর্তমান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, সম্মেলনের উদ্বোধক ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল বারী হেলাল, প্রধান বক্তা সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য ফরহাদ হোসেন আজাদসহ সংগঠনের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতা হেলালের তত্ত্বাবধানে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ধারণের জন্য ভোটও গ্রহণ করা হয়। এই ফলাফল ঘোষণার কিছু আগে আমানসহ কয়েকজন নেতা সেখান থেকে বের হয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান।

এদিকে বিজয়ী সভাপতির নাম

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

স্থগিত ফলাফলই অনুমোদন বিদ্রোহী ৮ নেতা বহিষ্কৃত

● প্রথম পাতার পর

ঘোষণার পর বিজয়ী সাধারণ সম্পাদের ঘোষণার সময়ই হট্টগোলের সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয় নেতা হেলাল নির্বাচিত জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিদায়ী কমিটির সহপ্রচার সম্পাদক শাহাবুল ইসলাম শিপলুর নাম ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে ঐ সভাকক্ষে উপস্থিত অধিকাংশ কাউন্সিলরসহ বাইরে অবস্থানরত বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী এর প্রতিবাদ জানায়। তারা অভিযোগ করে, ভোট গণনায় কারচুপি হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ করা হলেও গণনার সময় সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতারা। ঘন ঘন মোবাইলে এ সময় কার সঙ্গে যেন তারা কথা বলেন। তাদের নির্দেশমতোই ভোটের ফলাফল পাল্টে দেওয়া হয়।

এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা ঐ ফলাফল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এমনকি তারা 'হাওয়া ভবনের সিদ্ধান্ত মানি না, মানবো না' ইত্যাদি স্লোগান দেয় এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের ঘিরে ফেলে। অনেকে রাস্তার ওপর শুয়েও পড়ে। এ সময় ঐ বিক্ষুব্ধ অংশ হল রুমের দরজা জানালার কাঁচ ও সার্কিট হাউস চত্বরের গার্ডেন লাইট শেড ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল ঘোষিত ফলাফল বাতিল করে দিয়ে পুলিশি প্রহরায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। এর পর দলীয় কার্যালয়ে বিদ্রোহী গ্রুপের হাতে বিতর্কিত কাউন্সিলে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শিপলু আহত হন। উল্লেখ্য, শিপলু হাওয়া ভবনে কর্মরত ও তারেক রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে পরিচিত নাইটের ভাগ্নে।

এদিকে সার্কিট হাউজে ভাঙচুরের ঘটনায় বগুড়া কালেক্টরেটের নাজির জিয়াউল কবির সদর থানায় অভিযোগ করায় রোববার বিকাল থেকেই পুলিশ ঐ বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য তাদের বাড়িতে হানা দিতে শুরু করে। এই অবস্থায় তারা গাঢাকা দেয়। আর সেই সুযোগেই রোববার রাতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল ঘোষিত কাউন্সিলের ফলাফলকেই অনুমোদন দেয় অর্থাৎ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে সহিদ-উন-নবী সালাম ও শিপলুকে নির্বাচিত ঘোষণা করে। একই সঙ্গে সংগঠনবিরোধী কাজ করার অভিযোগে ৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এরা হলো সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাকি তিন প্রার্থী যথাক্রমে সাব্বির হোসেন বাবলু, মনিরুজ্জামান মনির ও আলমগীর হোসেন এবং জেলা ছাত্রদল নেতা আফজাল হোসেন নাহিদ, জাকারিয়া শামীম, এটিএম মামুন, শহর ছাত্রদল নেতা জিতু ও ফাইন।

উল্লেখ্য, বহিষ্কৃতরাই মূলত বগুড়া শহর ও শহরের প্রধান দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি আজিজুল হক কলেজ ও সরকারি শাহ সুলতান কলেজে ছাত্রদলের রাজনীতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতো। তাই এই বহিষ্কারের ঘটনায় শহরের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তা পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে চাপা অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আজিজুল হক কলেজে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের হাতে বিদ্রোহী অংশের নেতা ও কলেজ কমিটির সহসভাপতি রিয়ান আহত হয়েছে।